বণিক বার্তা

18 SEP 2025

টানা চার মাস জাপান থেকে রফতানি কমেছে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

টানা চতুর্থ মাসের মতো আগস্টে জাপান থেকে রফতানি কমেছে। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত উচ্চশুল্ক দেশটির গাড়ি শিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদন খাতে গভীর প্রভাব ফেলে। খবর রয়টার্স।

২০২৪ সালের আগস্টের তুলনায় গত মাসে জাপান থেকে রফতানি কমেছে দশমিক ১ শতাংশ, তবে তা পূর্বাভাসকৃত ১ দশমিক ৯ শতাংশের তুলনায় অনেক কম। এর আগে জুলাইয়ে রফতানি কমেছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ।

আগস্টে জাপান থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী রফতানি এক বছর আগের তুলনায় কমেছে ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর সর্বোচ্চ পতন। এতে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে অটো খাতে ২৮ দশমিক ৪ ও চিপ তৈরির যন্ত্রপাতিতে ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ পতন।

এ রফতানি ধস যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে, আগস্টে এর আকার ছিল ৩২ হাজার ৪০০ কোটি ইয়েন বা ২২১ কোটি ডলার।

রফতানির পতন সম্পর্কে মিজুহো রিসার্চের জাপানবিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ সাইসুকে সাকাই বলেন, 'জাপানি গাড়ি নির্মাতারা এখনো মূলত শুল্কের খরচ নিজেদের কাঁধে নিচ্ছে। তারা রফতানি মূল্য কাটছাঁট করে মার্কিন বাজারে বিক্রির পরিমাণ ধরে রাখছে। তবে কেউ কেউ আর বাড়তি খরচ সামলাতে পারছে না। শুল্কের খরচ ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দাম বাড়াতে শুরু করেছে তারা।'

তিনি আরো যোগ করেন, মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকায় শুল্কের প্রভাব জাপানের রফতানি ও উৎপাদনে বছর শেষে আরো তীব্র হবে।

রফতানির মতো গত মাসে জাপানে আমদানিও কমেছে, খাতটি বার্ষিক হারে ৫ দশমিক ২ শতাংশ পতন দেখেছে। আগস্টে জাপানের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২৪ হাজার ২৫০ কোটি ইয়েন বা ১৬৬ কোটি ডলার, যা পূর্বাভাসকৃত ৫১ হাজার ৩৬০ কোটি ইয়েন ঘাটতির তুলনায় কম।

যুক্তরাষ্ট্রমুখী রফতানির ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরে একটি সুখবর পেয়েছে জাপান। গত জুলাইয়ের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রায় সব জাপানি আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ গড় শুল্কহার চূড়ান্ত হয়। এর আগে গাড়ির ওপর শুল্ক ছিল ২৭ দশমিক ৫ এবং অন্যান্য বেশির ভাগ পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ছিল। সেপ্টেম্বর থেকে গাড়ি শিল্পে ১৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে, যদিও তা আগের ২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কের তুলনায়

বণিক বার্তা

1 8 SEP 2025

ইপিবির নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) হিসেবে যোগ দিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ। এর আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হাসান আরিফ জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর পদে কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ এবং এসএমই ফাউন্ডেশন বোর্ডসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

হাসান আরিফ ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জেডিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ★ ঢাকা।

কালবেলা

18 SEP 2025

ইপিবির প্রধান নির্বাহী হলেন হাসান আরিফ

সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ সোমবার থেকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।

ইপিবিতে যোগদানের আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (আইএসডিবি) বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও কাজ করেছেন। হাসান আরিফ ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপে ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

কালবেলা

18 SEP 2025

ভারত গেল ৩৭ টন ইলিশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতের বাজারে ইলিশের চাহিদা মেটাতে দেশটির ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ইলিশ আমদানির অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানান

প্রথম চালান

শার্শা (যশোর) প্রতিনিধি ››

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবছর বাংলাদেশ সরকার ৩৭ জন রপ্তানিকারককে ১২০০ টন ইলিশ ভারতে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ৬টি প্রতিষ্ঠান ৩৭ টন ৪৬০ কেজি ইলিশ ভারতে পাঠায়। প্রতি কেজি ইলিশের রফতানি মূল্য নির্ধারিত ছিল ১২ ডলার ৫০ সেন্ট, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১,৫২৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ইলিশ রপ্তানি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সৌহার্দ্য বাড়াবে, যদিও সাধারণ ভোক্তারা মনে করছেন, এর ফলে দেশের বাজারে ইলিশের দাম আরও বাড়তে পারে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে চালানটি পেট্রাপোল সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি হাইকমিশনার সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান ও ফার্স্ট সেক্রেটারি (বাণিজ্য) সাবরিন চৌধুরী।

জানা গেছে, ভারতের দুর্গাপূজা উপলক্ষে সেখানকার বাজারে ইলিশের চাহিদা মেটাতে কিছুদিন আগে দেশটির ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ইলিশ আমদানির অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানান। এরপর সরকার ৩৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেয়। মৎস্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

গত বছর রপ্তানির অনুমতি ছিল ২ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন, তবে সে সময় বেনাপোল বন্দর দিয়ে রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ৫৩২ মেট্রিক টন।

সাধারণ ক্রেতা রহমত আলী বললেন, 'এক মাস আগেও বাজারে প্রতি কেজি ইলিশ ১৪০০ থেকে ১৫০০ টাকায় পাওয়া যেত। এখন তা বেড়ে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকা হয়ে গেছে। অথচ ভারতে যাচ্ছে ১৫০০ টাকা দরে। দেশের মানুষকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।'

বেনাপোল বাজারের ইলিশ বিক্রেতা শহিদ জানান, সরবরাহ কম থাকায় বাজারে দাম বেড়েছে। রপ্তানির কারণে এর প্রভাব কিছুটা পড়েছে বলেও জানান তিনি।

রপ্তানিকারক সাইফুল ইসলাম বলেন, 'ইলিশ রপ্তানির অনুমতি পেয়েছি। এটা দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।'

বেনাপোল বন্দরের মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কোয়ারেন্টাইন অফিসার সজীব সাহা জানান, প্রথম চালানে ৩৭ টন ৪৬০ কেজি ইলিশ রপ্তানি হয়েছে। প্রতিটি চালানের মান পরীক্ষা করেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

বেনাপোল বন্দর পরিচালক শামিম হোসেন জানান, রাত ১টার দিকে ইলিশবাহী ট্রাকগুলো পেট্রাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। কাগজপত্র দ্রুত পরীক্ষা করে ছাড় দেওয়া হয়। তবে ভারতীয় অংশে কিছুটা দেরি হওয়ায় ট্রাক পারাপারে সময় লেগেছে।

প্রথম আলো
18 SEP 2025

কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে বসল ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে রাইস ব্র্যান অয়েল বা কুঁড়ার তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বা রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি) আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ফলে কেউ যদি কুঁড়ার তেল রপ্তানি করতে চায়, তাহলে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক দিতে হবে।

গতকাল বুধবার এনবিআর কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে শুল্ক আরোপ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে সই করেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান।

অবশ্য আগেও ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বা রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু জুলাই মাসে সেই শুল্ক আরোপের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশ রাইস ব্র্যান অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের দাবি জানিয়ে আসছেন।

এনবিআরের গতকালের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কাস্টমস আইন ২০২৩-এর ক্ষমতাবলে কুঁড়ার তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করা হলো। পরিশোধিত ও অপরিশোধিত—উভয় ধরনের কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে এ শুল্ক আরোপ করা হবে।

এক দশক ধরে দেশে কুঁড়ার তেলের উৎপাদন বেড়েছে, গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রিও বেড়েছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে ২০১১ সালে রশিদ অয়েল মিলস লিমিটেড হোয়াইট গোল্ড ব্র্যান্ড নামে প্রথম ধানের কুঁড়ার তেল উৎপাদন শুরু করে। এরপর বেশ কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসায় যুক্ত হয়।

দেশে ভোজ্যতেলের বার্ষিক চাহিদা ২২ থেকে ২৩ লাখ টন। এই চাহিদার বিপরীতে অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি করে স্থানীয়ভাবে পরিশোধনের মাধ্যমে চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ রাইস ব্র্যান অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে, দেশে মোট ২১টি রাইস ব্র্যান অয়েল মিল রয়েছে। এসব মিলের বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৪ লাখ ৫৩ হাজার টন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
18 SEP 2025

মালয়েশিয়ায় হালাল পণ্য মেলায় প্রাণের ৫০০ পণ্য

আন্তর্জাতিক পণ্য মেলা

বিশ্বে হালাল পণ্যের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী এটি। এতে বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পাঁচ শতাধিক পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড প্রাণ।

শফিকুল ইসলাম, মালয়েশিয়া থেকে

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে চলছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হালাল পণ্যের মেলা। সেখানে বাংলাদেশের পণ্যও আছে।

এই হালাল পণ্যের তালিকায় বিভিন্ন ফ্লেভারের নুডলস, বিস্কুট, জুস কিংবা মাছ-মাংসের মতো প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের সমাহার আছে। পাশাপাশি পোশাক, লিপস্টিক ও সুগন্ধির মতো জীবনযাপন ও সৌন্দর্যবর্ধনের সামগ্রী আছে। আরও আছে হালাল পণ্য তৈরি করার নানা যন্ত্রপাতি।

এ ধরনের হাজার হাজার হালাল পণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত মিহাস ফেয়ার বা হালাল পণ্যের প্রদর্শনীতে। মালয়েশিয়া বহির্মুখী বাণিজ্য উন্নয়ন করপোরেশনের (ম্যাট্রেড) আয়োজনে গতকাল বুধবার সকালে এ মেলা শুরু হয়েছে। চার দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এতে বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে ২ হাজার ৩০০টি স্টলে পণ্য প্রদর্শন করছে হালাল পণ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশের কোম্পানি।

রাজধানী কুয়ালালামপুরের মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে (মিটেক) মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস বা মিহাসের এটি ২১তম আসর।

এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড প্রাণ অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশি প্রাণ ব্র্যান্ডের ৫০০-এর বেশি পণ্য মেলায় প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। প্রাণের পণ্য নিয়ে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের মধ্যেও বেশ আগ্রহ আছে। এবারের আসরে প্রাণ দুটি স্টলের মাধ্যমে পাঁচ শতাধিক পণ্য প্রদর্শন করছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে স্ন্যাকস, জুস ও ড্রিংকস, কালিনারি (নুডলস, সস প্রভৃতি) পণ্য, বিস্কুট ও বেকারি এবং বিভিন্ন কনফেকশনারি (চকলেট, বাবলগাম, ক্যান্ডি) পণ্য।

সরেজমিন মেলা ঘুরে দেখা গেছে, প্রাণের স্টল দুটিতে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা এসে পণ্যের খোঁজ নিচ্ছেন।

সিঙ্গাপুরের ভোগ্যপণ্যের পাইকারি ব্যবসায়ী শিবা প্রথম আলোকে বলেন, 'মেলায় এসে প্রাণের তৈরি কারি ফ্লেভারের নুডলস খেয়ে দেখলাম। এটি বেশ সুস্বাদু। আশা করছি, সিঙ্গাপুরেও এটির ভোক্তা চাহিদা পাব।'

মালয়েশিয়ায় প্রাণের পণ্যের একমাত্র আমদানিকারক পিনাকল ফুডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম ভূঁইয়া বলেন, 'আমরা নতুন কিছু পণ্যে বেশি জোর দেব। এর মধ্যে রয়েছে কোরিয়ান নুডলস, বিভিন্ন বিস্কুট ও বাসিল সিড ড্রিংকস।'

সেলিম ভূঁইয়া জানান, মালয়েশিয়ার মিহাস ফেয়ার হালাল অর্থনীতিতে প্রবেশের জন্য ব্যাপক সুযোগ তৈরি করে। কারণ, মিহাস ফেয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহের জন্য হাজির হন।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে চলছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হালাল পণ্যের মেলা। মেলায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশি ব্র্যান্ড প্রাণের স্টলে আসা ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা। ছবি : প্রথম আলো

৯০টি দেশ অংশ নিয়েছে

মালয়েশিয়া বহির্মুখী বাণিজ্য উন্নয়ন করপোরেশন (ম্যাট্রেড) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মিহাস ২০২৫-এ বাংলাদেশসহ ৯০টি দেশের ২ হাজার ৩০০ বুথ ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শক অংশ নিচ্ছেন। প্রায় ৪৫ হাজার দর্শনার্থীর উপস্থিতি আশা করছে আয়োজকেরা।

হালাল খাদ্য ও পানীয়, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ইসলামিক অর্থায়ন, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল পণ্য, ব্যক্তিগত যত্ন, প্রসাধনী ও মুসলিমবান্ধব পর্যটন—সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত প্রদর্শনীর সুযোগ তৈরি হয়েছে এ মেলায়। ২০২৪ সালে মিহাস মেলা থেকে ৪৩০ কোটি রিঙ্গিত বিক্রির রেকর্ড হয়েছিল। এ বছর নতুন মাইলফলক সৃষ্টির আশা করছে তারা।

বাংলাদেশের প্রাণের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে বিশ্বে হালাল পণ্যের বাজার প্রায় তিন লাখ কোটি (তিন ট্রিলিয়ন) ডলারের কাছাকাছি। বিশ্বের ২০০ কোটির বেশি মুসলিম জনসংখ্যা এই পণ্যের প্রধান ক্রেতা। এ ছাড়া অন্য গ্রাহকের কাছেও মান ও পুষ্টিগুণের বিবেচনায় এ পণ্যের চাহিদা রয়েছে। মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়া বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হালাল পণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে।

২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর মিহাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে মালয়েশিয়ার প্রাণকেন্দ্র কুয়ালালামপুরে। ২০১৩ সাল থেকে এ প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে প্রাণ।

The Financial Express

18 SEP 2025

DOMINO EFFECT OF TARIFF HIKE BY CPA, DEPOTS, BERTH OPERATORS

Now ship liners line up to adjust charges upward

Hikes feared to impact entire supply chain, increase costs for importers-exporters, warns BCSA chief

Cost of doing business will increase further, says BKMEA's Fazlee Shamim

Exporter questions rationale of port-charge hike when CPA making 'good profit'

SYFUL ISLAM

After the enhancement of tariffs and various charges by the Chittagong seaport authority, berth operators and container-depot owners come up now the ship liners for upward cost adjustments, foreshadowing domino effect on Bangladesh's foreign trade, sources say.

"We are planning to make adjustment of the costs raised by port and other parties involved. We will soon send a letter to the Chittagong Port Authority (CPA) in this regard," says Syed Mohammad Arif, chairman, Bangladesh Shipping Agents' Association (BSAA).

"It is very usual that when the port authority raises charges, we will also have to make the adjustment," adds the leader of ship operators who handle freight vessels in Bangladesh ports, to justify their move.

"It's because we won't pay the increased charges to the port authority from our own pocket. We have to realise the money from the shippers," he told The Financial Express on Wednesday.

The CPA enhanced port tariffs by around 40 per cent, effective September 15. Bangladesh Container Shipping Association (BCSA), however, finds the overall increase in port charges by nearly 70 per cent.

Moreover, the privately owned inland-container depots in Chittagong have raised charges by 44 per cent with effect from September 1 while the berth operators have increased rates by 35 per cent recently.

The BCSA in a letter to the CPA chairman Wednesday denounced the sudden hike in port charges, without providing a breathing space.

General Secretary of BCSA Shamsuddin Ahmed Chowdhury, in the letter, mentions that the sudden increase in port charges "has caught our member shipping lines off guard, as it was published without any transition period".

"Indeed, implementation has taken effect before we were even informed of the SRO."

He also writes: "This escalation is unprecedented and far exceeds what could reasonably be regarded as a fair adjustment. It is important to note that most CPA tariff items are out-of-pocket costs borne directly by shipping lines."

Mr Chowdhury has further stated that severe congestion at Chittagong port is causing heavy losses through vessel delays (US$15,000 to $20,000 per day), empty container storage, and idle equipment piles.

"The situation has become increasingly unfavourable for shipping lines to continue supporting Bangladesh trade whilst remaining financially sustainable," the letter of complaints reads.

He maintains that any immediate reflection of these increased costs in freight charges is not practicable, as freight rates are generally fixed in advance through contracts--sometimes for a year--through quotations or published tariffs agreed with buyers.

"Sudden changes risk breaching agreements, damaging customer trust, and undermining competitiveness on a global market where freight rates are closely scrutinised," he notes.

Mr Chowdhury also writes that as cargo remains in transit for weeks, shipping lines have no practical means of adjusting freight to reflect a tariff increase implemented almost immediately.

"In view of the above, the cost increase will impact the entire supply chain, including cost increase to the importers and exporters," he alerts about the knock-on effect of the hikers.

Fazlee Shamim Ehsan, Executive President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), predicts that not only the exporters or importers, all the people of the country will be affected when port charges go up.

"The shipping agents will pay the additional charges to the port by realising from the port users, not from their own pocket. So, the import and export will be costly, thus consumers will suffer," he told The Financial Express.

Mr Ehsan notes that the foreign buyers will ask the exporters to pay the additional charges to shipping agents. "Because, they won't bear the additional charge due to enhancement of port charges, thus our cost of doing business will increase further."

He questions the rationale of port authority raising charges now when the port is making good profit every year.

syful-islam@outlook.com

The Financial Express

18 SEP 2025

Taro stem exports generate robust forex earnings

CUMILLA, Sept 17 (BSS): The export of taro stems from Cumilla's Barura Upazila is emerging as a promising source of foreign currency earnings, with shipments reaching international markets including the Middle East, the United States, the United Kingdom and several European countries.

Thanks to commercial-scale farming and streamlined supply chains, the upazila is exporting over 80 tonnes of taro stems daily. This surge in exports is translating into substantial foreign currency inflows, with monthly earnings

estimated between USD 250,000 and 300,000 alongside generating jobs locally.

Local taro stem farmer Abdul Matin said that they no longer have to go to the market themselves. "More than fifty traders in the upazila buy thick stems at Taka 45-50 per kilogram while thin stems at Tk 25-30, which are then transported to Dhaka and Chattogram by truck in the evening," he said.

He added, "From there, agencies purchase the selected taro stems for export abroad, while the rest are sold in local markets."

Local exporters said the global appetite for Bangladeshi taro stems is growing steadily, driven by diaspora communities and health-conscious consumers abroad.

The Financial Express

18 SEP 2025

Hasan Arif new EPB Vice-Chair

FE REPORT

Mohammad Hasan Arif, Additional Secretary to the Government of Bangladesh, has been appointed as the new Vice-Chairman of the Export Promotion Bureau (EPB). He officially assumed office on September 15.

Before this appointment, Mr. Arif held several key positions at the Economic Relations Division (ERD), including serving as Wing Chief of both the Administration & Middle East Wing and the America & Japan Wing. He also worked as Commercial Counsellor at the Embassy of Bangladesh in Tokyo and represented the country as the Alternate Governor at the Islamic Development Bank (IsDB).

Throughout his career, Mr. Arif has played a significant role in promoting trade and investment.

He has also served as a board member of several notable institutions, including the Bangladesh Islamic Solidarity Education Waqf (IsDB-BISEW), the Institute of Public Finance (IPF) Bangladesh, and the SME Foundation.

Mr. Arif joined the Bangladesh Civil Service through the 18th BCS Administration Cadre in 1999 and has held various positions in field administration as well as in different government ministries and agencies.

He earned undergraduate and graduate degrees in pharmacy from the University of Dhaka. Later, he obtained a master's degree in economics from Yamaguchi University through the Japanese government's Japan Student Services Organisation (JASSO) scholarship, not the JDS

The Daily Star

18 SEP 2025

How India's invisible barrier costs Bangladesh RMG exporters dearly

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Exporters say they are forced to hand-carry samples to India by air

Bangladesh's garment exporters are stumbling over an invisible barrier in India that threatens to undercut a rare opportunity in the global trade arena.

For months, Indian customs authorities have been holding up apparel samples that Bangladeshi firms send to buyers' regional offices in Delhi, Bengaluru and other cities, they said. The delays, often stretching to three weeks, or outright refusals to clear shipments, have forced exporters like Sparrow Group to hand-carry samples by air at costs nearly 20 times higher than courier rates.

"This is nothing but a non-tariff barrier," said Shovon Islam, managing director of Sparrow, which exported about $300 million worth of garments last year.

The bottleneck emerges as shifts in US tariffs redirect new orders to Bangladesh, amid months of frosty diplomatic relations with India following last August's change in the Sheikh Hasina government.

Barrier could blunt US tariff advantage

Exporters fear the new barrier could blunt that US tariff advantage, as brands such as Mango, Levi's and Marks & Spencer require timely sample approvals before placing orders.

The implications are stark: lost time, higher costs, and a chilling reminder that trade wars are not always fought with tariffs alone, according to exporters.

Shovon Islam claimed, "Sending garment samples via courier to three foreign buyers' offices in India has become increasingly complicated in recent months, with delays worsening over the past two months. Indian customs authorities have been holding the samples under the guise of inspections or not releasing them at all, forcing exporters to hand-carry them by air. This has raised the cost of sending a 5kg sample package from Tk5,000 to nearly Tk100,000."

The problem affects a significant number of exporters. For example, DBL Group's Managing Director, MA Jabbar, Fakir Fashions Limited's Managing Director, Fakir Kamruzzaman Nahid, and three other exporters and buyers' representatives reported that sending samples to India now takes three to four times longer than before.

They alleged that "while there is no written restriction from the Indian government, customs authorities are delib-

offices," he said.

Puma's Country Manager in Dhaka, Moyeen Hyder Chowdhury, also raised the issue. He told TBS, "We have nearly 1,000 stores in India that

desh. As a result, several buyers who used to source from India are now shifting or planning to shift orders to Bangladesh. This courier barrier

-lomatic relations between the two countries turned cold. India soon began imposing restrictions – first on Bangladeshi tourists, then on

than courier rates.

"This is nothing but a non-tariff barrier," said Shovon Islam, managing director of Sparrow, which exported about $300 million worth of garments last year.

The bottleneck emerges as shifts in US tariffs redirect new orders to Bangladesh, amid months of frosty diplomatic relations with India following last August's change in the Sheikh Hasina government.

Barrier could blunt US tariff advantage

Exporters fear the new barrier could blunt that US tariff advantage, as brands such as Mango,

tor, MA Jabbar, Fakir Fashions Limited's Managing Director, Fakir Kamruzzaman Nahid, and three other exporters and buyers' representatives reported that sending samples to India now takes three to four times longer than before.

They alleged that "while there is no written restriction from the Indian government, customs authorities are deliberately obstructing samples by air courier to hinder Bangladesh's exports."

Bangladeshi exporters regularly send samples to offices of top brands in India, including Puma, Marks & Spencer, H&M, Levi's, and Mango. Samples are needed both for pre-production approval and for random checks before final shipment.

Additionally, "salesman samples" are sent to stores for customer display. Without sample approval, finished products cannot be shipped, forcing exporters to incur extra costs by sending samples via air or alternative means to meet deadlines.

Most garment samples delayed

Exporters said that currently, most garment samples sent via courier to India are being delayed, held, or subjected to value limits by Indian customs. Shipments that should take 3–5 days are now taking 15–20 days, and some are blocked entirely.

Shovon Islam said he regularly has to send samples for approval to the offices of Marks & Spencer, Levi's, and Mango – two located in Delhi and one in Bengaluru. "But since Indian customs authorities either hold or delay clearance of courier shipments, the samples now have to be hand-carried by air and then forwarded by courier to the buyers' offices," he said.

Puma's Country Manager in Dhaka, Moyeen Hyder Chowdhury, also raised the issue. He told TBS, "We have nearly 1,000 stores in India that require regular sample shipments, but air or air-courier shipments are not being allowed. As a result, some have to hand-carry the samples."

Highlighting the rising costs for vendors, he added, "Given the situation, we are now considering sending samples by ship."

Speaking to exporters and courier company representatives, TBS learned that sending samples by air courier usually takes about four working days, while shipping takes nearly three weeks.

Inamul Haque Khan Bablu, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told TBS, "We've received complaints from both buyers and exporters that samples are being held up in Indian customs when sent through air courier. We plan to raise the matter with the commerce ministry."

He alleged that India has long created clearance complications for Bangladeshi sample shipments, but the problem has intensified recently following changes in US tariff rates. "Delays now stretch to 15–20 days unnecessarily," he said.

Explaining further, he said, "After the Trump administration's new tariff structure, India faces a 50% rate compared to 20% for Bangladesh. As a result, several buyers who used to source from India are now shifting or planning to shift orders to Bangladesh. This courier barrier seems like an attempt to obstruct that shift in business."

"We expect this problem to worsen in the future," he cautioned. "Our buyers have already been caught off guard."

There are 55 registered courier companies in Bangladesh, including DHL, FedEx, UPS, and Aramex.

A senior official in DHL's export division, requesting anonymity, told TBS, "If a shipment contains fabric labelled 'Made in Bangladesh,' Indian customs often hold it, as their government has restrictions on our export."

He added, "We advise exporters to contact the recipient in India before sending samples so they can coordinate with local FedEx to check whether the item can be cleared."

Nargis Murshida, joint secretary of the commerce ministry's export wing, told TBS, "We have not yet received any complaints from exporters. Once we do, we will decide on the next course of action."

TBS also reached out to the Indian High Commission in Dhaka for comment via email, but as of Wednesday, no response was received.

Exports to India grow despite trade barriers

Following the fall of Sheikh Hasina's government in August 2024 and her subsequent refuge in India, diplomatic relations between the two countries turned cold. India soon began imposing restrictions – first on Bangladeshi tourists, then on exports, including repeated bans on garment shipments through land ports. It also halted Bangladesh's use of Indian ports for transhipment.

Bangladesh, in turn, restricted yarn imports from India via land ports to curb under-invoicing. At present, exports to India are allowed only through Mumbai Nhava Sheva Port, also known as Jawaharlal Nehru Port (JNPT).

Even with these barriers, Bangladesh's exports to India rose 4% year-on-year in July of this year. For FY2024–25 as a whole, exports increased by more than 12% from the previous year, totaling $1.76 billion.

Garments account for about 35% of Bangladesh's export earnings from India, though imports from India continue to far exceed exports.

Restrictions deal blow to food, jute exports

Despite a rise in apparel exports, Bangladesh's shipments of jute, jute goods, and food products to India declined in July.

Pran-RFL Group, the leading food exporter to India, reported about a 15% drop in exports and an 8% rise in costs. "We used to export to almost all Indian states through any land port," said director Kamruzzaman Kamal. "Now, with shipments restricted to the Bhomra land port, expenses have gone up."

18 SEP 2025

The Daily Star

UN asks Bangladesh about LDC graduation progress

STAR BUSINESS REPORT

The United Nations Committee for Development Policy (UN CDP), which reviews the least developed country (LDC) category, has invited Bangladesh to report on the progress of its preparation for graduation from LDC.

José Antonio Ocampo, chair of the UN CDP, sent a letter on August 25 to the Economic Relations Division of the Ministry of Finance. Similar letters have been sent to other graduating LDCs, requesting them for submitting annual reports on the preparation and implementation of the Smooth Transition Strategies (STSs) by October this year.

The CDP seeks updates at a time when businesses have been demanding that the interim government take the initiative to defer Bangladesh's LDC graduation by up to six years.

The country is scheduled to graduate to developing country category in November next year, along with Nepal and

Similar letters have been sent to other graduating LDCs, requesting them for submitting annual reports on the preparation and implementation of the Smooth Transition Strategies (STSs) by October this year.

The CDP seeks updates at a time when businesses have been demanding that the interim government take the initiative to defer Bangladesh's LDC graduation by up to six years.

The country is scheduled to graduate to developing country category in November next year, along with Nepal and Lao People's Democratic Republic (known as Laos).

Businesses said this is not the right time, as the economy faces several challenges, including an economic slowdown, a crisis in the financial sector, and inadequate preparation to compete in the global market after graduation.

Officials here said CDP's letter is routine exercise and it monitors the progress of countries graduated and graduating from the list of LDCs under the Enhanced Monitoring Mechanism (EMM).

However, in an interview with The Daily Star early this month, Debapriaya Bhattacharya, a member of UN CDP, said, "How Bangladesh presents its case in that report (to CDP) will influence any subsequent request for deferment."

"The EMM assesses not only the three main criteria but also a wide range of Supplementary Graduation Indicators (SGI)."

A consultation between the CDP and Bangladesh may take place on November 25, 2025, where the country's EMM report will be discussed, said Bhattacharya, also distinguished fellow of Centre for Policy Dialogue (CPD).

The CDP will review these reports at its February 2026 plenary, according to the interview.

In its letter, CDP Chair Ocampo said the UN General Assembly has called upon the CDP to continue consultations with graduating and recently graduated LDCs while monitoring their progress.

"In this context, representatives of the government have been invited to a virtual consultation meeting with the CDP, scheduled to be held between October and December 2025," said the letter.

The Daily Star

18 SEP 2025

Chip industry seeks Bida's backing to build $1b export hub

MAHMUDUL HASAN

Bangladesh's semiconductor industry, still in its infancy, has outlined an ambitious vision to emerge as a $1 billion export hub for chips and embedded systems by 2030.

To get there, industry leaders are turning to Bangladesh Investment Development Authority (Bida), asking it to play a central role in policy support, international branding, and incentive facilitation.

The Bangladesh Semiconductor Industry Association (BSIA), representing local companies and professionals, placed a set of proposals before the Bida yesterday. The Daily Star has seen a copy of the proposal.

At their core is a call for a public-private partnership that would combine the authority's global reach and regulatory muscle with the industry's technical expertise and on-the-ground knowledge.

The proposals arrive at a moment of global realignment. The semiconductor industry, valued at $618 billion in 2023, is projected to cross $1 trillion by 2030.

The embedded systems segment, comprising chips and software that power everything from medical devices to smart cities, is expected to exceed $160 billion in the same period.

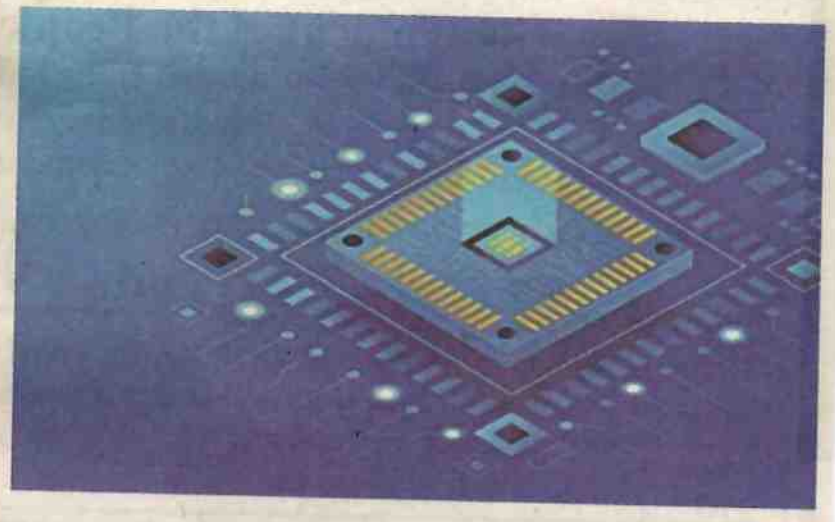

Bangladesh's semiconductor industry currently has around 20 companies, with 13 registered under the BSIA.

The sector employs approximately 800 to 1,000 engineers and professionals. Annual exports remain modest, at about $8 million to $10 million, highlighting significant growth potential as the industry seeks to scale and enter global markets.

BRANDING BANGLADESH GLOBALLY

The first pillar of the BSIA's proposal is international branding.

Countries like Vietnam and Malaysia have aggressively marketed themselves as semiconductor destinations, staging roadshows and wooing global clients. Bangladesh, the industry fears, risks being invisible in this competition.

The BSIA has asked the Bida to lead roadshows in Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia, and the United States.

Local firms would participate alongside, showcasing their capabilities. Such visibility, the association argues, is crucial for Bangladesh to be taken seriously in supply chain discussions.

Another area of focus is the country's vast diaspora. A significant number of Bangladeshi engineers are employed at global giants in Silicon Valley, Singapore, and Taipei.

Many have expressed willingness to invest or transfer knowledge, but red tape has often stood in the way.

The proposal calls for a dedicated "NRB Desk" at the Bida to fast-track investments and partnerships from non-resident Bangladeshis (NRB). Structured fellowships, mentoring programmes, and capital facilitation schemes would further encourage diaspora participation.

IMPLEMENT TASKFORCE ROADMAP

A June 2025 Semiconductor Taskforce had already charted a roadmap focused on skills, policy reforms, and international linkages. But execution remains a challenge.

The BSIA is now urging the Bida to take charge of implementation by forming a joint committee.

Early wins, they suggest, could include launching a dedicated semiconductor fund, securing 10 to 12-year tax holidays, and allocating space in high-tech parks for chip design clusters. Delivering such quick results, they argue, would build credibility with investors.

One of the starkest challenges Bangladesh faces is competitiveness. Neighbouring countries already offer attractive incentive packages to chipmakers. Unless Bangladesh can match them, local firms will struggle to compete.

The industry wants the Bida to facilitate talks with the Ministry of Finance and the National Board of Revenue to secure a range of measures: a 25 percent export incentive on verified foreign service income, progressive tax holidays, duty-free imports of tools and testing equipment, and clear rules for leased equipment to avoid customs hurdles.

Such fiscal support, they insist, would not only boost competitiveness but also send a strong signal to international clients.

NEW LAW FOR STABILITY

Perhaps the most significant proposal is the call for a National Semiconductor Act. The BSIA argues that investors need more than promises. They need legal certainty.

The proposed law would guarantee tax holidays and duty exemptions, streamline customs clearance, create financing schemes for startups, and strengthen intellectual property protection. Industry insiders believe such an act could be the anchor of Bangladesh's long-term semiconductor strategy.

The BSIA has asked that it be recognised as the government's official industry partner, with a say in distributing incentives and overseeing implementation.

The association said a successful semiconductor sector could create 10,000 skilled jobs, diversify exports beyond garments and agriculture, and strengthen sovereignty in critical technologies ranging from defence to healthcare.

But the window is limited. Other Asian nations are already ahead. Vietnam has secured billion-dollar chip assembly investments. India has rolled out a $10 billion incentive package. Malaysia continues to attract design and testing contracts.

A delegation led by BSIA President MA Jabbar handed the proposal to Bida Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun.

Chowdhury said he will place special emphasis on engaging relevant ministries and departments to ensure timely implementation of the action items in the recommendations, said the association in a statement.

At the same time, he assured the BSIA leaders that these proposals would be given serious consideration.

He also mentioned that a full-time officer has already been assigned at the Bida to oversee the semiconductor sector and urged the BSIA leaders to maintain regular communication with him for smooth implementation of these initiatives.

দেশ রূপান্তর

18 SEP 2025

হাসান আরিফ ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক

অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ গত সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান পদে যোগ দিয়েছেন।

ইপিবিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে হাসান আরিফের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (আইএসডিবি) বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের বোর্ডে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন এবং দেশের মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

হাসান আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জেডিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

মানব কণ্ঠ

18 SEP 2025

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোহাম্মদ হাসান আরিফ-এর যোগদান

বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ গত সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-তে ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করেছেন। ইপিবিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইং এর অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে জনাব হাসান আরিফ-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এ বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

—সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

18 SEP 2025

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

18 September 2025

ইপিবির প্রধান নির্বাহী হলেন মোহাম্মদ হাসান আরিফ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-তে ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করলেন মোহাম্মদ হাসান আরিফ। ইপিবিতে যোগদানের আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এ বাংলাদেশের অলটারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামিকস লিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের বোর্ডসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তথ্য কেন্দ্র ঢাকা।

NEWAGE

18 SEP 2025

Arif becomes EPB vice-chair (chief executive)

Staff Correspondent 17 September, 2025, 22:49

Mohammad Hasan Arif.

Mohammad Hasan Arif on Monday assumed position of vice-chairman (chief executive) of the Export Promotion Bureau, said a press release.

Prior to this appointment, he held several key positions in the Economic Relations Division, including wing chief of administration and Middle East wing as well as America and Japan wing.

Arif, also additional secretary to the government, previously served as commercial counsellor at the Embassy of Bangladesh in Tokyo and represented Bangladesh as alternate governor at the Islamic Development Bank.

In addition, he has served as a board member of various institutions such as Bangladesh Islamic Solidarity Educational Waqf (IsDB-BISEW), Institute of Public Finance Bangladesh and SME Foundation.

He joined Bangladesh Civil Service in 1999 in the 18th BCS Administration Cadre.

18 SEP 2025

দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

18 September 2025

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হলেন হাসান আরিফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-তে ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করেছেন। ইপিবিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইং এর অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করেন। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে হাসান আরিফ-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এ বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

18 SEP 2025

নয়া দিগন্ত

18 September 2025

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে হাসান আরিফের যোগদান

অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ গত ১৫ সেপ্টেম্বর রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করেছেন। ইপিবিতে যোগদানের আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের রফতানিবাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে হাসান আরিফের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এ বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ (IsDB-BISEW), ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (IPF) বাংলাদেশ ও এসএমই ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দফতর/সংস্থায় সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন এবং দেশের মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। হাসান আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিজ্ঞপ্তি।

দেশ রূপান্তর
18 SEP 2025

হাসান আরিফ ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক

অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ গত সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান পদে যোগ দিয়েছেন। ইপিবিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে হাসান আরিফের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (আইএসডিবি) বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের বোর্ডে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন এবং দেশের মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। হাসান আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জেডিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

খোলা কাগজ

18 SEP 2025

খোলা কাগজ (১৮/০৯/২৫)

ইপিবির নতুন ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ ১৫ সেপ্টেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-তে ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করেছেন। ইপিবিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইং এর অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে জনাব হাসান আরিফের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এ বাংলাদেশের অল্টারনেট গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াকফ, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের বোর্ডে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তর/সংস্থায় সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন এবং দেশের মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব হাসান আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপের আওতায় ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জেডিএস এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাসান আরিফ দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ভারতসহ একাধিক দেশে। তিনি সরকারের পক্ষে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ব্রাজিল, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউসহ বিভিন্ন দেশ সফর করে এসব দেশের আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ ও অর্থনীতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হাসান আরিফ একজন সার্টিফাইড পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রফেশনাল।

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা

18 SEP 2025

Dhaka Tribune
Dhaka Tribune

18 SEP 2025

Mohammad Hasan Arif new EPB vice chairman

Tribune Desk

Mohammad Hasan Arif, Additional Secretary to the Government of Bangladesh, has been appointed as the new Vice-Chairman of the Export Promotion Bureau (EPB).

He officially assumed office on September 15.

Before this appointment, Arif held several key positions at the Economic Relations Division (ERD), including serving as Wing Chief of both the Administration & Middle East Wing and the America & Japan Wing.

He also worked as Commercial Counsellor at the Embassy of Bangladesh in Tokyo and represented the country as the Alternate Governor at the Islamic

Development Bank (IsDB).

Throughout his career, Arif has played a significant role in promoting trade and investment.

He has also served as a board member of several notable institutions, including the Bangladesh Islamic Solidarity Education Waqf (IsDB-BISEW), the Institute of Public Finance (IPF) Bangladesh, and the SME Foundation.

Arif joined the Bangladesh Civil Service through the 18th BCS Administration Cadre in 1999 and has held various positions in field administration as well as in different government ministries and agencies.

A Certified Public-Private Partnership Professional (CP3P), Arif brings extensive expertise in export promotion, trade facilitation, and investment development.

His leadership is expected to further strengthen EPB's efforts to boost Bangladesh's export performance. ●

18 SEP 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ হাসান আরিফ

ইপিবিতে ভাইস-চেয়ারম্যান পদে যোগদান হাসান আরিফের

■ আলোকিত ডেস্ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-তে ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে যোগদান করেছেন। ইপিবিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইং এর অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নে হাসান আরিফ-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজকের পত্রিকা

18 SEP 2025

ভাইস চেয়ারম্যানের ইপিবিতে যোগদান

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) পদে গত সোমবার যোগদান করেছেন মোহাম্মদ হাসান আরিফ। ইপিবিতে যোগদানের আগে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য উইং এবং আমেরিকা ও জাপান উইংয়ের অনু বিভাগের প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন এবং দেশের মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

▪ বিজ্ঞপ্তি

টেকনোর নতুন পোভা সিরিজ

বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তি ব্র্যান্ড টেকনো দেশের বাজারে নিয়ে আসছে তাদের জনপ্রিয় পোভা সিরিজের নতুন ৫জি স্মার্টফোন। উন্নত পারফরম্যান্স, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ও আধুনিক ডিজাইনের সমন্বয়ে তৈরি এই ডিভাইস প্রযুক্তিপ্রেমীদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। পোভা সিরিজ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নিউইয়র্ক প্রোডাক্ট ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডসে গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড এবং লন্ডন ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডসে প্লাটিনাম অ্যাওয়ার্ড জিতেছে সিরিজটি। এমনকি এর একটি মডেলকে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

▪ বিজ্ঞপ্তি

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো